তিন মন্ডপ,এক দেবী ও এক পুজা

কর্ণফুলী'র ভাবনা

বিদ্যাদেবী মা স্বরস্বতী দোড়গোড়ায়,আর তাই আগামী ৪ঠা ফেব্রুয়ারী অস্ট্রেলিয়ার সিডনী প্রবাসী গনিত-সংখ্যক বাংগালী হিন্দু সম্প্রদায় 'ত্রিভঙ্গ' হয়ে একই দিনে একই শহরে একই পুজা, তিন মন্ডপে উদযাপন করতে যাচ্ছেন।

চাঁদের হেরফেরে বাংলাদেশী মুসলিমরা নানা দলে বিভক্ত হয়ে প্রবাসে এক ঈদ কয়েকদিনে উদযাপন করলেও কিন্তু প্রবাসী হিন্দু বংগ-সন্তানেরা তা খুব একটা করেননা। কারন সৌরবছরের সাথে হিন্দু-চন্দ্রবছরের মোটামুটি মিল রাখার জন্যে নিখিল বিশ্বের হিন্দু সম্প্রদায় কয়েক বছর পর পর একটি চান্দ্রমাসকে গণনা থেকে বাদ দেন। যার ফলে চান্দ্রবছর ও প্রচলিত (সৌর) বছরের মধ্যে প্রায় মিল হয়ে পড়ে। এরকম অধিমাসকে 'মল-মাস' বলা হয় এবং সে মাসটিকে হিন্দুরা মাসের মধ্যেই গণনা করেনা। কোন যাগ-যজ্ঞ, পুজা-হোম বা শুভকর্ম হিন্দুরা এ মাসটিতেই উদযাপন করেন না। হিন্দুদের যেকোন পুজা পার্বন কোন বাঁধা ধরা তারিখে হয়না ঠিক, তবে 'মল-মাস' এর ব্যবস্থার ফলে একই পুজার ব্যবধান বিভিন্ন বছরে কখনো একমাসের বেশী হতে পারেনা। যার ফলে হিন্দুদের

পুজোর দিন নিয়ে মুসলিমদের মতো কোন মতভেদ বা খেঁজুর কাঁটার খোঁচাখুঁচি থাকে না। তবুও বাংগালী বলে কথা, যে ঘাটে যাবে সে ঘাটেই জল ঘোলা হবেই। এ ওকে দুষে অন্যঘাটে চলে যায়। শান বাঁধানো ঘাট পোক্ত হওয়ার আগেই পুনরায় হাতুড়ি, বাটাল আর খুন্তি দিয়ে সেটি ভেংগে তছনছ করে এঘাটের 'জুগালী' অন্যঘাটে গিয়ে 'রাজমিস্ত্রি' হয়ে আরেকটি ঘাট তৈরীর ব্যর্থচেষ্ঠা করে। এ কোপাকুপি করেই সদ্যভুমিষ্ঠ পুজা কমিটি (বাংলাদেশ পূজা এসোসিয়েশন অফ অস্ট্রেলিয়া) ভেংগে ১৯৯৭ সনে বাংলাদেশী হিন্দু সম্প্রদায়ের গনিত-সংখ্যক লোকগুলো নির্মমভাবে সিডনীতে দুভাগে ভাগ হয়ে যায়। কর্ণূফুলী'র সাথে দীর্ঘ আলাপে সিডনীবাসী বাংলাদেশী হিন্দু সম্প্রদায়ের পুজা-অর্চনার পথিকৃৎ শ্রী কিশোর দাস অতি বিনয়ভাবে জানিয়েছেন যে তিনি ১৯৯৪ সনে শ্রী তপন কুন্ডু, শ্রী প্রদ্যুত সিং (চুন্নু) ও শ্রী প্রানেশ দাস কে নিয়ে পুজা পুর্নমিলনী অনুষ্ঠান দিয়ে প্রথমবারের মত

সিডনীতে পুজা-হোম উদযাপন প্রচলন শুরু করেছিলেন। তাদের ঘাম-ঝরানো কষ্টে তিল তিল করে গড়া উপরেল্লেখিত সংগঠনটি সিডনীর আদি ও বনেদি 'পুজা সংগঠন' বলে তাঁরা সাবলীলভাবে দাবি করছেন। এর পর যা হবার তাই হলো, কে মানি আর কে ধনী, কার ক্ষুরে কত ধার এ চালা চালিতেই ১৯৯৭ সনে সংগঠনটির এদিক ওদিক দু একটা পোঁচ লেগে গেল। ঠিক সে বছরেই সিডনীবাসি বাংলাদেশী হিন্দু আরেকটি অংশ রাতারাতি গঠন করে ফেললো ভিন্ন একটি পুজা উদযাপন 'দল'।

এ রশি টানাটানির মাঝে সমস্যায় পড়েন নিমন্ত্রিত অতিথিরা। কোন দলের বিরাগভাজন হয়ে কোন দলের অনুরাগি হবেন সে ধাঁধাঁয় পড়ে পুজার দিন মধ্যমাঠে তারা ঘুরপাক খেতে থাকেন। এক মন্ডপের প্রসাদ মুখে নিয়ে যেতে যেতেই অন্য মন্ডপের প্রসাদ ফুরিয়ে যায়।

বেশ কিছু বছর আগে, যখন 'রাজমিস্ত্রি' হওয়ার আকাংখা সকলের মাঝে কম ছিল তখন সিডনীতে গংগা আর পদ্মপাড়ের হিন্দুরা এক ঘাটেই স্নান করে একই মন্ডপে পুজা অর্চনা করতো। যেকালে প্রবাসে হিন্দু সংখ্য ছিল 'লঘু' সেকালে পুজা-আর্চনায় উপস্থিতির হার ছিল বেশী, আর একালে যখন প্রবাসী হিন্দুর সংখ্যা হয়েছে 'গুরু' তখন মন্ডপে পুজারীর উপস্থিতি হার হয়েছে কম। অতিতের সোনালী দিনগুলো এখন শুধু স্মৃতি।

এতো দ্বিধাবিভক্তির মধ্যে আবার গোঁদের উপরে বিষফোঁড়ের মতো সিডনীতে জন্ম নিয়েছে তালেবান রুপি আরেকটি সংগঠন। 'বাংলাদেশী সংখ্যালঘু সম্প্রদায়' এর মতো বাহারী নাম নিয়ে প্রবাসে মার্তৃভুমিকে ওরা কড়কে দিতে আজ বদ্ধপরিকর। মজার ব্যাপার হলো, এ সংগঠনে কিন্তু গংগাপাড়ের হিন্দুরা হচ্ছে অনাহুত, কারন ওরা 'সংখ্যা লঘু' হবে কোন দুঃক্ষে! গুপ্ত বাবু'র লুপ্ত খ্যাতী পুনরোদ্ধারের ন্যায় গুটি কয়েক 'ঘুঘু' সিডনীতে 'সংখ্যালঘু' সংগঠনের ফাঁদ পেতেছেন বলে অনেক বিদগ্ধ ও সুশিল বংগ-সন্তানেরা মনে করছেন। এ 'ঘুঘু'রা নিজেদের প্রশংসা নিজেরাই করেন অন্যের মুন্ডপাত করে। প্রবাসে জন্মভুমি দেশমাতার ইজ্জত হরন করে মা দুর্গা আর বিনাপানী'র পদতলে অর্ঘ্য দিয়ে এরা নিরন্তর অশ্রু ঝরায়। তবুও পুজো বলে কথা, **'যত মত তত পথ'** - বলে গেছেন শ্রী শ্রী রামকৃষ্ণ। ঠিক কর্ণফুলীর ন্যায় - "বিভিন্ন নদীর উৎস বিভিন্ন স্থানে, কিন্তু তারা সকলেই যেমন এক সাগরেই উজাড় করে দেয় তাদের জলরাশি, তেমনি হে ভগবান - নিজ নিজ রুচীর বৈচিত্র সত্বেও সোজা ও বাঁকা নানা পথে যারা চলছে, তুমিই তাদের সকলের লক্ষ্য।"

আর এই গন্তব্যকে সামনে রেখে সিডনীতে তিনটি বঙ্গ-হিন্দু সংগঠন চলতি বছরে তিন মন্ডপে একই দিনে একজন দেবীকে আরাধনার আয়োজন করেছেন। আমাদের কর্ণফুলীকে এ সংগঠনগুলো নেমন্তন সহ তাদের পুজোর বিস্তারিত তথ্য জানিয়েছেন। পুজামন্ডপের তথ্যদি তাদের মত করে নীচে দেয় হলোঃ

সংগঠনের নাম ও কর্তাব্যক্তিগন	মন্ডপের স্থান	সময়
বাংলাদেশ সোসাইটি পূজা ও সংস্কৃতি সভাপতি: ডঃ নারায়ন দাস মোঃ ০৪৩৩ ১৬২ ৭৫৩ সাধারন সম্পা: ডঃ স্বপন পাল মোবাঃ ০৪৩৩ ০১৯ ৩৭৭	ডানডাস কমিউনিটি সেন্টার, ২৭ স্টার্ট স্ট্রীট, তেলোপিয়া, সিডনী।	**পূজারাম্ভ ঃ** সকাল ৯:০০ টা ধন্যবাদ জ্ঞাপনঃ রাত ৯:০০টা
বাংলাদেশ পূজা এসোসিয়েশন অফ অস্ট্রেলিয়া সভাপতি: সমীর ঘোষ সাধারন সম্পা: উপেন দে মোঃ ০৪০৩ ১৭৯৪৭৬	সেন্ট মেরিস পেরিশ হল ১ মারটাইল স্ট্রিট, রাইডেলমেয়ার, (কর্ণার ভিকটরিয়া এবং পার্ক স্ট্রিট)	**পূজারাম্ভঃ** সকাল ১০টা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানঃ বিকাল ৫টা
ব্যাংগলী এসোসিয়েশন অফ নিউ সাউথ ওয়েল্স **সভাপতি:**নরেন্দ্র সাহা চৌধুরী **সাধারন সম্পা:** শোভন ঠাকুর	কনকর্ড হাই স্কুল ৩ স্টেনলী স্ট্রিট, কনকর্ড।	**পূজারাম্ভঃ** ১০.০০টা সকাল

অনুলিপিঃ প্রধান সম্পাদক, কর্ণফুলী, ২৬/০১/২০০৬